আর্য্যদর্শন।

সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র,
জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি-বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
সম্পাদিত।

১২৮২।

কলিকাতা।

১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্রে,
শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
উদ্ভ্রান্ত প্রেম	৪১৭
এই কি ভারত	৩১৫
এ দেশের কৃষির উন্নতি	৪০৩
কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন	৩০৮।৩৬০ ৪১২।৪৩৮।৪৯১।৫৬১
কালের আহ্বান	২৩২
কৌলিন্য মর্য্যাদা	১৯১
চট্টগ্রাম (প্রকৃতিক বিবরণ)	৩৩২
চিন্তা-তরঙ্গিনী	৩৫২
চিত্ত বিনোদিনী	১০৬
জন্‌ষ্টুয়ার্টমিলের জীবনবৃত্ত—	৪০।৮৩।৯৯ ১৫৫।২৩৪।২৭০।৪৭৯।৫২৭
জৈন ধর্ম্ম	১৭৫।২৬১
জোসেফ্‌ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী—	২১১।৩২৭।৩৪২
ডার উয়িনের মত	৯৫।১৬৭
তড়িৎ ও বিদ্যুৎ	৩০১।৫৫৭
দুর্গোৎসব	২০২
ধর্ম্ম নীতি	১২১।২৪৯
নাটকাভিনয়	২৩৯।২৮৭
পলাশীর যুদ্ধ	৬২
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন—	৪৩।৯৩ ১৪১।১৯০।২৮২।৩৭৫।৪২২ ৪৩০।৪৭৮।৫২০।৫৭৪
বল্লাল সেন	১২৬
বজ্রাঘাতে মৃত্যু	৫০৫
বিসর্জ্জন	১৫৩
বসন্ত-উচ্ছ্বাস	৩৬৮
বঙ্গবামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা	২১।৪৭
বেদাভ্যাস	৩১৯
বিলাপ	৫১১
বিদ্যুৎ বজ্র ও বিদ্যাদ্দণ্ড	৩৭০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত	১
ভর্ত্তৃহরি	৩৩৫
ভারতীয় মহাভাষা	৫১৩
ভারতের একতা	১৩
ভূমিকম্পের উপকারিতা	৩২
ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, নিবারণের উপায় কি ?	৫৩৮
মলিন কুসুম	১১৯
মেহের আলি	৪৪৬
রাজবংশের বিবরণ	২৫৪
রসায়ন শাস্ত্রের আবশ্যকতা ও ইতিবৃত্ত—	৮৮।৪৩১
রামপ্রসাদ সেন	১৪৩
রাজভক্তি ও রাজোপহার	৩৮৩
শরীর ও মন	৪৭২।৫৬৮
শাসন-প্রণালী	৫০০
সাংখ্য দর্শন	১৪৩
সরোজিনী	৩৪৪
সোহাগ	৪২০
হবরে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার	১৬৬
ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ।	২৫৪

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অবতরণিকা ...	১
আর্য্যদর্শন ...	৭
আর্য্যবংশ ...	৯।৫৫।১৬০।২৩৪
ত[illegible]রাম পড় ...	৩০
অগস্ত্য [illegible] ও তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ	৩৮
আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ	৮৩।১৪২।২৪২।৪৪০
আশার ছলনা ...	৯১
অদৃষ্টবাদ ...	২০১
অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বিবরণ	৩১৭
অভ্যাস ও অনুশীলন	৪২৭
আদিশূরের সময় নিরূপণ	৫৭৭
এবার	৪০৪
কাব্য কবি ও কবিত্ব	২৫।৬৬
কেন দেখিলাম	৮২
কলঙ্কিনী ...	৫৪৮
গীত ...	১৪৯
গ্রীক্‌ ও যবন ...	৪০৭।৪৭১।৪৯৫
চিত্র ...	৫৫৯
জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত	১৫।৮৯।১৬৯ ৩৩৬।৩৮৫।৪৫৯।৫১১।৫৬০
দশ অবতার ও ডারুইন সাহেবের মত	২১৭
দৃশ্যকাব্য বা নাটক ...	৭৩
দৃষ্টি	৩৭২
পরিবারবর্গ ...	৯৫
পরেশনাথ পর্ব্বত ...	১৪৯
প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১৫০ ১৯৯।২৪৫।৩৪৬।৩৯২।৪৯৩।৫৪২
প্রণয়োচ্ছাস ...	২৬৩
পল্লীসমাজ ...	২৮৬।৩০৯।৩৫৬
বিদ্যাপতি ...	১০৩
বুদ্ধদেব ও তদুদ্ভাবিত ধর্ম্মপ্রণালী	১২৭
বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন	১৬৭।২৪০।২৫৪
বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের আনুষ্ঠান ও বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আবাস গ্রহণ	২৬৪
বেদের ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি	২৮১।৩৮০
বালবিধবার স্বপ্ন ...	৩৬৩
বনবিমোহিনী ...	৪৫৬
বৃত্রসংহার ...	৪৮৪
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত	৫৩৯।৫৮২
বঙ্গ বামার ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা	৫৪৩
বঙ্গদেশের অধিবাসী ...	৫৪৯
ভারতচন্দ্র রায়	২৪৯।৩০১।৩৪৯।৩৯৭
মধু মক্ষিকা দংশন ...	৮৮
মগধরাজ্য ...	৩৮৯
মত-সৃষ্টি ...	৫৬৫
রুচি ...	৩৩১
শক্রসিংহ	৩৩।৭৫।১১৬।২২৫।২৭৪।৩২০ ৩৬৫।৪১৮।৫০৭
সভ্যতার ইতিহাস ...	২০।৯২
সঙ্গীত পথিক	৫১।১৩৪।১৯২।২৯৫।৩৪৩।৪৩৪
সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ফরাসি বিদ্রোহ	৫৮।১১০ ১৫৩।২০৬।
স্থির সৌদামিনী ...	১৭৭
সৌর জগৎ ...	১৯২
সারদামঙ্গল সঙ্গীত	২১০।২৬৯।৩২৬। ৩৭৫।৪১৬
সৃষ্টি ও প্রলয় ...	৪৪৫
সিপাহি বিদ্রোহ	

আর্য্যবংশ।

আর্য্য—এই নামে আমরা কি বুঝিব? এই নামে সচরাচর কি বুঝায়? সচরাচর এই নামে কেবল হিন্দু মাত্র বুঝায়। আমরা কি শুদ্ধ তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইব? আমরা কি সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেই এথানে "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম? না।—আর্য্য শব্দের যে গভীর ও বিস্তৃত অর্থ, যে অর্থে এসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতিই ইহার অন্তর্ভূত, সেই গভীর ও বিস্তৃত অর্থেই আমরা এ স্থলে এই "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম। হিন্দু ও পারসিক,—কেল্‌তিক ও টৈতনিক,—রোমিক ও গ্রীক,—স্লাভোনিক ও ঈলীরিক, সকলেই এই বিস্তৃতার্থ-আর্য্যশব্দের বিষয়ীভূত। 'ভাগীরথী-তীর-বর্ত্তী শ্যামবর্ণ থর্ব্বকায় শর্ম্মোপাধিক ব্রাহ্মণ-তনয়—ও রাইন নদীতীরবর্ত্তী শুভ্রবর্ণ দীর্ঘ-কায় জর্ম্মন্ বা সর্ম্মন্—এউভয়ই এক-আর্য্য-বংশসম্ভূত'—অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে ইহা কে জানিতেন? অশীতিবর্ষ পূর্ব্বে কে জানিতেন যে ভারতবর্ষবিজেতা গৌরাঙ্গেরা ও তদ্বিজিত হিন্দুরা এক-আর্য্যবংশ-সম্ভূত? আহা! সে দিন জগতের কি শুভদিন, যে দিনে মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্‌স মহাকবি-কালিদাস-প্রণীত শকুন্তলা নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক-গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে রসভাবালঙ্কারাদি-পরিপূরিত অমৃতময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই দিন হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ইউরোপীয়দিগের শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! সেই দিন হইতেই ভারতবাসী দীনাবস্থ-ভ্রাতৃগণের দুরবস্থাপনয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ যত্ন আরব্ধ হইয়াছে! সেই দিন হইতেই সংস্কৃতশব্দশাস্ত্রের (Philology) প্রকৃত প্রস্তাবে চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে অচিরকাল মধ্যেই শকুন্তলার অনুবাদ ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মণিক, ইতালিক, ডেনিস্ ও সুইডিস্ প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত হইল। সমুদায় ইউরোপ শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে এতদূর বিমোহিত হইলেন যে মূল শকুন্তলা পাঠ না করিয়া তাঁহারা আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। সুবিখ্যাত জার্ম্মান্ কবি গেটি (Goethe) "ইতালীদেশ-ভ্রমণ" নামক তদীয় গ্রন্থে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন, 'শকুন্তলে! একমাত্র তোমার নাম উচ্চারণ করিলেই বসন্তের ফুল, অসময়ের ফল প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর—সকলি বুঝায়'—

"Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Sakoontala!
and all at once is said."

শকুন্তলা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তা শব্দশাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে—যে ভাষা শকুন্তলারূপ অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছে, সে ভাষার অভ্যন্তরে যে অনন্তরত্ন নিহিত আছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই অনন্তরত্নের আকর-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুশীলনে যে জগতের মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ে তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গের দৃঢ় সংস্কার জন্মিল। শকুন্তলা ও শকুন্তলার ন্যায় সংস্কৃত নাটকাদির প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের এই নবীন উৎসাহ ও এই নবীন আগ্রহ অধুনা কিঞ্চিৎ শিথিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য-সাধারণ, সংস্কৃত দর্শন এবং সংস্কৃত পুরাবৃত্তের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের বৈজ্ঞানিক উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, জার্ম্মণী ও ইতালী, ডেন্‌মার্ক ও সুইডেন, রুসিয়া ও গ্রীস—সকলেই সেই সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের উন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও যথেষ্ট যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের প্রধান উৎসাহদাতা ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম উল্লেখ করিতে গেলে—ইংলণ্ডে সার উইলিয়ম্ জোন্‌স, কোলব্রুক, উইলসন্; ফ্রান্সে বর্ন্‌ফ্; এবং জার্ম্মণীতে হম্বোল্ট, স্লেগেলদ্বয়, বপ্, লাসেন এবং মক্ষমূলর—এই মহাত্মাগণের নাম কাহার না স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়? এই মহাত্মাগণের অসীম যত্নে এই অশীতিবৎসর সময়ের মধ্যে সংস্কৃত—ইউরোপীয় শিক্ষাবিভাগে—লাটিন ও গ্রীক ভাষার প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলনে যে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে তাহা নহে—আর্য্যভাষা মাত্রেরই শব্দশাস্ত্র উন্নত হইয়াছে। মনুষ্যের অতীত অবস্থার পর্য্যালোচনা দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিসাধন করাই শব্দশাস্ত্রের অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারাই বিশেষরূপে সংসাধিত হইতে পারে। সংস্কৃতভাষানুশীলন-শীল আর্য্যেরা যখন জ্ঞান ও সভ্যতায় জগৎ সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন অধুনাতন ইউরোপীয় সভ্যজাতিরা কোথায় ছিলেন? তখন তাঁহারা চীরধর হইয়া বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক ফলমূলাদি আহার দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রবর্ত্তক গ্রীক ও রোমিয়েরা তখন কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা-সোপানে পদার্পণ করিতেছিলেন মাত্র। ভারতের সহিত তুলনা করিতে গেলে তাঁহারা তখন সভ্যতা-শৈশবে অবস্থিত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ প্রাচীনজাতির ভাষার অনুশীলন করিলে জগতের জ্ঞান

ও সভ্যতা যে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইবে তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারেন? এই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বিনা কে বলিতে পারিতেন যে, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, এবং ইউরোপের কেল্‌তিক ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্লাভোনিক, রোমিক ও গ্রীক, —ইঁহারা সকলেই এক-আর্য্যবংশসম্ভূত? সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ব্যতীত কে বলিতে পারিতেন যে, ভারতের ব্রাহ্মণেরা এবং ইরাণস্থ জোরস্ত্রিকেরা এক-আর্য্যবংশসম্ভূত? কে জানিতেন যে সেই আর্য্যবংশ-স্রোতস্বিনী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া ইউরোপে কেল্‌তিক ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্লাভোনিক, রোমিক ও গ্রীক জাতির সৃষ্টি করে; এবং পশ্চাৎ দক্ষিণবাহিনী হইয়া হিমালয়ের দুর্ভেদ্যহিমানীভেদ পূর্ব্বক সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু এই সপ্তনদসঙ্কুল সপ্তনদ প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে ব্যাপিয়া পড়ে। ভাষার প্রমাণ অলঙ্ঘনীয়। প্রত্যুতঃ যখন ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মনুষ্য সত্য ঘটনাকে কল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে জানিতেন না, সে সময়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে একমাত্র ভাষার প্রমাণই বিশ্বসনীয়। ভাষার প্রমাণ না থাকিলে কে বলিতে পারিতেন যে, ভারতের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা ও তাঁহাদিগের বিজেতা ধবলাঙ্গ গ্রীক ও ইংরেজেরা একবংশসম্ভূত? যখন আর্য্যেরা ভারতে আসেন নাই, যখন গ্রীকেরা গ্রীসে যান নাই, সেই পুরাকালের সংবাদ ভাষা ব্যতীত আর কে দিতে পারিত? আর্য্যজাতি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা সকলে সেই সকল শব্দ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। গৃহ, দেবতা—পিতা, মাতা,—পুত্র, কন্যা,—অশ্ব, হৃদয়, —বৃক্ষ, কুঠার,—এই সকল সদাপ্রয়োজ্য শব্দ আর্য্যভাষা মাত্রেই প্রায় একরূপ। এরূপ অলঙ্ঘনীয় ভাষার প্রমাণ সত্ত্বেও কে বলিবেন যে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, রাইননদীতীরবর্ত্তী জর্ম্মন্, এবং ভূমধ্যোপকূলস্থ গ্রীক্—ইঁহারা এক আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হন নাই? ইতিহাসবেত্তারা ইহা অস্বীকার করিতে পারেন, শারীরতত্ত্ববিদেরা (Physiologists) ইহা সন্দেহ করিতে পারেন,—এবং কবিদিগের ইহা রুচিকর না হইতেও পারে,—কিন্তু শব্দশাস্ত্রজ্ঞেরা, ভাষাতত্ত্ববিদেরা—যাঁহারা ভাষার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—তাঁহারা কখনই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিলেন যে বর্ত্তমান কেল্‌তিক ও দৈতনিক, জার্ম্মণিক ও স্লাভোনিক, গ্রীক ও রোমিক, পারসিক ও হিন্দু,—ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এক গৃহে ও এক প্রাচীরের অভ্যন্তরে একত্র বাস করিতেন; এবং তাঁহারা জাতি, ভাষা ও জ্ঞানে বর্ত্তমান তৌরাণিক ও সেমেতিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন ছিলেন।

ইউরোপীয় ভাষা সকলের সহিত সংস্কৃত ভাষার আপেক্ষিক পরিদর্শন দ্বারা বিখ্যাত নানা ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন—যে (১) প্রতীচ্য আর্য্যেরা ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করার অনেক পরে প্রাচ্য আর্য্যেরা আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া উপনিবেশিত হন; (২) সংস্কৃত এক সময়ে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য এই উভয় আর্য্যেরই মাতৃভাষা ছিল, এবং (৩) প্রাচ্য আর্য্যজাতি জ্যেষ্ঠ আর্য্যের বংশোদ্ভব ও প্রতীচ্য আর্য্যজাতি কনিষ্ঠ আর্য্যের বংশোদ্ভব। কি জন্য যে প্রতীচ্য আর্য্যেরা প্রথমে আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন এবং কেনই বা প্রাচ্য আর্য্যেরা তৎকালে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন না করিয়া কিছুকাল বিলম্বে পূর্ব্বাভিমুখী হন, এই প্রশ্নের কেবল এই একমাত্র মীমাংসা হইতে পারে—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ আর্য্যদ্বয়ের বংশ-পরম্পরা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের একত্র অবস্থিতি আর সাধ্যায়ত্ত থাকিল না। উভয়ের অন্যতরের জন্মভূমি পরিত্যাগ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন আর্য্যজাতির স্বভাব-সিদ্ধ ও চির-প্রচলিত ধর্ম্ম। কনিষ্ঠ-আর্য্য ও তৎসন্ততিগণ সেই ধর্ম্মের বিপর্য্যাস না করিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মান-বর্দ্ধনার্থ মাতৃভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রমে প্রতীচ্য এসিয়া ও সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ আর্য্য ও তৎসন্ততিগণ কিছুকাল মাতৃভূমির অধীশ্বর রহিলেন। কিন্তু ক্রমে জ্যেষ্ঠের পরিবার এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তাঁহাদিগেরও আর একত্র বাস সম্ভবপর হইল না। এই ঘটনার দাস হইয়া জ্যেষ্ঠ আর্য্যবংশ দ্বিধা বিভিন্ন হইল। এক অংশ আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আর্য্যপতাকা উড্ডীন করিলেন। অন্য অংশ জোরস্ত্রিক নামে খ্যাত হইয়া মাতৃভূমির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যে আর্য্যজাতি পুরাকালে ইউরোপে উপনিবেশিত হন কনিষ্ঠ-ভাতৃপুত্র সেই আর্য্যজাতিই এক্ষণে আমাদিগের বিজেতা। ইঁহারাই এক্ষণে জগৎ-রঙ্গের প্রধাননট। ইঁহারাই এক্ষণে জগতের সভ্যতামার্গের উপদেশক। সাঙ্খ্যেরা মনুষ্যের যে কার্য্যকরী বৃত্তিকে (Active Faculty) প্রকৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাঁরাই সেই প্রকৃতি দেবীর পরম উপাসক। ইহাঁদিগেরই যত্নে আধুনিকী সমাজপদ্ধতি ও নীতি পরিশোধিত হইতেছে। অন্তর্বিদ্রোহে এবং সেমেতিক ও তৌরাণিকদিগের সহিত সমরে, ইহাঁদিগের ইতিহাস দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। ইঁহাদিগের বিষয় আর অধিক কি বলিব? এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, বুঝি বিধাতা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দেশ সকলকে এতদিনের পর সভ্যতা, জ্ঞান ও বাণিজ্যাদি সূত্রে একত্র সম্বদ্ধ করিবার জন্যই ইহাঁদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ আর্য্যেরা কনিষ্ঠ আর্য্যদিগের আর্য্যভূমি পরিত্যাগের কিয়ৎকাল

পরে ধীরে ধীরে উত্তরে হিমালয়-পরিবেষ্টিত নব আর্য্যভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তৎকালে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য তৌরাণিকেরা বাস করিতেন। আর্য্যেরা অক্লেশে এই অসভ্য তৌরাণিকদিগকে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে ও হিমালয় প্রদেশে তাড়িত করিয়া অপূর্ব্বশস্যশালিনী গাঙ্গেয় অববাহিকায় নব গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এই গাঙ্গেয় প্রদেশে আর্য্যেরা প্রথমে অধিবেশন করেন বলিয়াই বিশেষ রূপে ইহার নাম "অর্য্যাবর্ত্ত" হইল। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যদিগের এই প্রথম অধিষ্ঠানের পর হইতে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত বোধ হয় যেন কোন দৈবীশক্তি ভারতকে বিপক্ষ-করালকবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে—যে দিগ্বিজয়ী সিসস্‌ট্রিস্‌, নেবুকড্‌নেসর ও সাইরস এবং যে দিগ্বিজয়িনী সেলিরেমিস্‌ তৎকালে জগৎ-প্রাণ আকুলিত করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের শাণিত অস্ত্রে তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যরুধিরে অবশ্যই প্লাবিত হইত। চতুর্দ্দিকে নৈসর্গিক প্রাকার পরিখাদি দ্বারা যাবনিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় আর্য্যেরা স্বাধীনভাবে আত্মমনোজগতের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ করিলেন। যেমন প্রাচীন গ্রীকেরা গ্রীসের বহিঃস্থ জাতিমাত্রকেই বার্ব্বেরিয়ান্ (Barbarian) বা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন, যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা স্বধর্ম্মবিরোধী ব্যক্তি মাত্রকেই হীথেন্ (Heathen) বা পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং যেমন মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদিগকে কাফের বা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ঘৃণা করেন, সেইরূপ ভারতীয় আর্য্যেরা সিন্ধুর অপরপারস্থ ভ্রাতৃগণকে ক্রমে যবন বা বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ রূপ ভাব যে প্রথমে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে—কান্দাহার (Candahar) বা গান্ধার নগরের রাজকুমারী গান্ধারীর সহিত কুরুকুলতিলক ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয়—এই ঘটনার উল্লেখ করিলেই বোধ হয় আপাততঃ পর্য্যাপ্ত হইবে। যাহা হউক ভারতীয় আর্য্যেরা এই রূপে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরপর হইলেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান ও তাঁহাদিগের সভ্যতা, বৈদেশিক জ্ঞান ও বৈদেশিক সভ্যতার সহিত মিশ্রিত না হইয়া অপূর্ব্ব স্বাধীন ভাব ধারণ করিল। বৈদেশিক সমাজবিপ্লবে ভারতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে ভারতের কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? তাহা নহে—আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে বাহ্য ভারতের দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রাচীন রাজবংশ সকল কালসহকৃত-বিলয়-ভাজন হইল, পুরাতন গৃহ সকল সমূলে বিনষ্ট হইল, অমনি তৎতৎ-স্থানে নূতন রাজবংশ ও নব গৃহ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু এই সকল বিপ্লবে ভারতীয় আর্য্যদিগের অন্তর্জীবনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেমন নলিনীদল

বৃষ্টিধারায় অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ আর্য্য-মন এই সকল অন্তর্বিপ্লবে কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। ইহা সকল অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত, চিন্তাশীল, প্রশান্ত ও ধর্ম্মরত ছিল।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ পুরাকালে তি বার আলোড়িত হয়। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ-বিজয়ের পর আধিপত্য লাভের জন্য আর্য্যদিগের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণ আর্য্যদিগের নেতা হইবেন, কিছুকাল এই বিবাদে আর্য্য-সমাজ আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভৃগুনন্দন পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণেরই আধিপত্য সংস্থাপন করেন। গ্রীসের পুরাবৃত্তেও এই ঘটনার প্রতিবিম্ব উপলক্ষিত হয়। পুরাকালে গ্রীসের প্রাজ্ঞেরা যথেচ্ছাচারী গ্রীসীয় রাজগণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া গ্রীসে সুসম্বদ্ধ সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয়তঃ আর্য্যাবর্ত্তে অন্তঃশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেপর, আর্য্যেরা আকস্মিক ঘটনাবশতঃ সিংহল ও দক্ষিণাপথবাসী অসভ্য তৌরাণিকদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাকবি-বাল্মীকি-প্রণীত "রামায়ণে" ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রতিরূপ গ্রীসের ইতিবৃত্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-প্রণীত "রামায়ণের" ও হোমর-প্রণীত "ইলিয়ডের" প্রতিপাদ্য বিষয়ের একতা কে না অবগত আছেন? এই দুই ভীষণ সমরের উদ্দীপক কারণ ও ঘটনাবলী প্রায় একইরূপ। একদিকে দশাননের সীতাহরণ,——অপরদিকে ট্রয়-রাজকুমার পারিসের হেলেনাহরণ; একদিকে রাবণকুমার ইন্দ্রজিতের অদ্ভুত রণকৌশল,—অপরদিকে প্রায়ামতনয় হেক্টরের অমানুষী সমরচাতুরী; একদিকে পতিপরায়ণা মেঘনাদ-জায়া প্রমিলার হৃদয়বিদারক বিলাপ,——অপরদিকে পতিপ্রাণা হেক্টর-বনিতা অ্যান্ড্রোমাকীর মর্ম্মচ্ছেদিনী খেদোক্তি; একদিকে রাবণপুরীর সমূলোৎপাটন,—অপরদিকে প্রায়ামনগরী ট্রয়ের ভস্মীকরণ; এই দুই তুল্য ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে কে না বলিবেন যে—এই দুই প্রায় একই রূপ? তৃতীয়তঃ পিলপনিসস্-ক্ষেত্রে এথিনীয় ও ল্যাসিডিমোনীয় সংগ্রামে যেমন সমস্ত গ্রীস অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মরুধিরে স্বদেহ প্লাবিত করিয়াছিলেন,—সেইরূপ কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব-সমরে ভারতীয় সমস্ত আর্য্যেরা অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্মরুধিরে জননী ভারতভূমির দেহ উক্ষিত করিয়াছিলেন। গ্রীস যেমন রোমীয়দিগের হস্তে এই অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যাকর অন্তঃসমরের বিষময় ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় আর্য্যগণও সেইরূপ যবনদিগের হস্তে অচিরকাল মধ্যেই আপনাদিগের এই অনার্য্য রণোন্মাদের গরলময় ফল লাভ করিয়াছিলেন।

কেন দেখিলাম ?

১

কেন দেখিলাম,—
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
রক্ষিত ভুজঙ্গদন্তে ফুল্ল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী ?

২

কেন দেখিলাম,—
ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে,
বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কানন-প্রসূন,
কেন দেখিলাম ওই কণ্টকে কুসুম ?

৩

কেন দেখিলাম,—
অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে,
আস্ফালিয়া ফণা যারে করেছে রক্ষণ,
কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন ?

৪

কেন দেখিলাম,—
ঘনঘটা ঘোররণে, ভীম ঘন গরজনে,
নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্য-বিহারিণী,
কেন দেখিলাম সেই চলসৌদামিনী ?

৫

কেন দেখিলাম,—
জিনি সর-সোহাগিণী, জিনি বন-সুশোভিনী,
জিনি রত্নাকর-রত্ন, বিদ্যুত-বরণ,
কেন দেখিলাম প্রিয়ে তব চন্দ্রানন ?

৬

কেন দেখিলাম,—
নহে গবাক্ষের দ্বারে,—নহে সরোবরপারে,
নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুসুম-কাননে,
নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—

৭

নহে জুলিয়েট্,—
নহে বিদ্যা রূপবতী,—নহে শকুন্তলা
নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী,
পর্ণকুটীরের দ্বারে—সরলা কামিনী

৮

যেই দেখিলাম,—
নন্দন-সৌরভরাশি,—স্বর্গীয় সঙ্গীতে
পশিল হৃদয়ে সেই সুকোমল ধ্বনি
উন্মত্ত হইনু, মত্তা হইল রমণী।

৯

অয়স্কান্ত মণি,—
আকর্ষিল লৌহ হায়! আর নাহি সহ
হইল যুগল-চিত্ত প্রেমস্রোতাধীন;
হৃদয়ে হৃদয়ে সুখে হইল বিলীন!

১০

নীরব প্রকৃতি ;—
সন্ধ্যা-সমীরণে ধীরে, কাঁপাইছে বংশী
নীরবে করিছে কেলি বৃক্ষপত্রদলে,
কিম্বা ওই বারি-কক্ষ-রমণী-অঞ্চলে

১১

হায়! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদ্বয়, একত্বে হইয়া
আনন্দে বাজিতেছিল, যে সুখ-সঙ্গী
কে বুঝিবে ? যে বুঝিবে, সে হবে মো

১২

হায়! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়ায়ে মধ্যাহ্নকা
শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-নিক্ব
বুঝেছিল এসঙ্গীত দুষ্মন্ত তখন।

১৩

এ সঙ্গীতস্বরে,
উন্মত্ত হেমলেট্, হায়! মৃত প্রেয়সীর পায়ে,
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর!

১৪

ভীষণ শ্মশানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি অভাগিনী-ভার্য্যা-কর-সুকোমল,
বুঝেছিল হায়! নবকুমার বিহ্বল।

১৫

"টাইবর-জলে,—
হ'ক্ রোম নিমগন," বলেছিল যেইক্ষণ,
মৈসরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামণি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে
কেড়ে লয় হরিণীর, কণ্ঠহার——করে নীর
নিরেট পাষাণ যদি ; তবে কি বিস্ময়,
যথা প্রেম যন্ত্র, যন্ত্রীমানব-হৃদয়!

১৭

মুহূর্ত্তেক হায়!—
মুহূর্ত্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধরে,
মুহূর্ত্তেক এসঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহূর্ত্তেক পরে স্বপ্ন হৈল অন্তর্ধান!

১৮

"মনে রাখিবেন"—
শুনিলাম বীণাধ্বনি; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাসিতে লাগিল ধ্বনি সন্ধ্যাসমীরণে,
কতবার শুনিলাম "রাখিবেন মনে"।

১৯

রাখিবেন মনে!
কেমনে রাখিব মনে ?—রাখি যদি প্রাণপনে,-
কিসে মগ্ন তৃণ, স্রোত করিবে ধারণ,
প্রিয়ে তব রূপ স্রোত, তৃণ মম মন।

২০

সেই স্রোতে হায়!
ভাসায়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ,
করি তারে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,
সদা ভাবিতেছি হায়! কেন দেখিলাম।

শ্রীনঃ—

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

প্রাচীন মহর্ষিগণ আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে "আয়ুর্ব্বেদ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রুগ্ন ব্যক্তির রোগ-শান্তি ও সুস্থশরীরীর স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় বর্ণিত এবং আয়ুর বর্দ্ধনোপায় প্রদর্শিত আছে—তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে *। এইটী আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ও বিস্তীর্ণ লক্ষণ নহে।

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাম্ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বাস্থস্য রক্ষণঞ্চ।

কিরূপ নিয়মে থাকিলে জীবন সুখময় হইবে, নিয়ম লঙ্ঘনে কতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, জীবনের সুখইবা কি, দুঃখই বা কি, আয়ুর পরিমাণ কত এবং আয়ু কাহাকে বলে এই সমস্ত বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ †।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ, ব্রহ্মার মুখ-বিনির্গত। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারকে, অশ্বিনী-কুমার ইন্দ্রকে, এবং ইন্দ্র মহর্ষিগণকে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন ¶। বেদ নিত্য, বেদের স্রষ্টা কেহই নাই, ব্রহ্মার মানস-ক্ষেত্রে বেদ সকল স্বয়ংই উদিত হইয়াছে। বেদের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। বেদ-সকলে যাঁহাদের অশ্রদ্ধা, বেদ-প্রদর্শিত পথ হইতে যাঁহারা চ্যুত এবং বেদোক্ত ধর্ম্মে যাঁহাদের অনাস্থা তাঁহারা নাস্তিক। আয়ুর্ব্বেদও সেই বেদ। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত আছে এবং তৎসমুদায় অভ্রান্ত ও আদরণীয়। ইহাতে চিকিৎসা-বিষয়ক যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই। এইটি প্রাচীন ঋষিগণ ও তদধস্তন আর্য্য সন্তানগণের মত। বাস্তবিকও তত্তৎ সময়ে এইরূপ মত কল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। তখন অধিক সংখ্যক লোক অজ্ঞানান্ধ। কেবল মহর্ষিগণই অধ্যয়নে নিমগ্ন। সে সময়ে কোন বিষয় প্রচারিত করিতে হইলে তাহা দেব-নির্ম্মিত ও অলোকসামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে অনভিজ্ঞ লোকদিগের মনে বিশ্বাস জন্মিবে কেন? যাহা হউক এ সকল কথা লইয়া অধিক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। আমরা প্রাচীন মহর্ষিগণকে যথেষ্ট ভক্তি ও সমাদর করি, তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে নিরতিশয় শ্রদ্ধা রাখি, কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন, সমুদায় কথাই যে আদর ও শ্রদ্ধার জিনিস হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিব।

আমাদের উদ্দেশ্য আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদের তথ্যানুসন্ধান। আয়ুর্ব্বেদ কত কালে সংগৃহীত হইয়াছে, কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কোন্ সময়েই বা উন্নতির চরম সীমা এবং কোন্ সময় হইতেই বা অবনতি হইতেছে, এই সমস্ত বিষয়ের আমরা অনুসন্ধান করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

আয়ুর্ব্বেদে এখন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এক জনের পরিশ্রমের ফল নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রোগের আবি-

আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

† হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং। মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে। চরক, সূত্র স্থান ১ম অধ্যায়।

¶ সুশ্রুত সূত্রস্থান প্রথম অধ্যায় দেখ।

র্ভাব। আদিম অসভ্যাবস্থায় প্রতীকার-বিরহে সামান্য সামান্য রোগেও কত শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে। সুখের ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিকী। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না—তখন প্রতীকারের চেষ্টা হইতে লাগিল। শরীরের কিঞ্চিন্মাত্র ভাবান্তর হইলেই আহারে অস্পৃহা হয়, যতক্ষণ শরীরে রোগ থাকে ততক্ষণ অন্নে রুচি হয় না। দেখিল অনাহারেই রোগ-শান্তি হইতেছে। অতএব অনশনই রোগের ঔষধ। (সকল রোগের কথা বলিতে পারি না, কোন কোন রোগে ঔষধ হইতে পারে বটে)। এই জন্যেই প্রাচীন ঋষিগণ জ্বর প্রভৃতি রোগের আমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথমে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিয়াছেন *। লঙ্ঘনেও রোগের শান্তি হয় না, উদরের, হৃদয়ের ও মস্তকের গুরুতা থাকে, হয়ত স্বভাবতঃ ভেদ হইয়া উদরের গুরুতা নষ্ট হইল। বমন হইয়া হৃদয়ের গুরুতা গেল, এবং নাসিকা দ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তকের ভার রহিল না। কিন্তু যেখানে স্বভাবতঃ উল্লিখিত কার্য্য সকল হইল না, সেখানে সেই সেই কার্য্য সাধনের উপায় আবশ্যক।—অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কোন্ দ্রব্য-ভক্ষণে বিরেচন হয়, কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বমন হয়, কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিলেই বা মস্তকের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অনুসন্ধান সফল হইল। কিন্তু আবার যখন দৃষ্ট হইল, যে বিরেচন, বমন ও শিরোবিরেচনে (নস্য) সকলের রোগ-শান্তি হয় না (কোন কোন স্থলে হয় বটে) কেবল শরীরের লঘুতা মাত্র উৎপাদন করে, তখন রোগ-শান্তির উপায়ান্তরের চেষ্টা হইতে লাগিল।—বিবিধ ওষধি-পূর্ণ হিমালয়-প্রকোষ্ঠ, নানা-তরু-লতা-বিভূষিত বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় প্রদেশ এবং খনি-বিরাজিত-বিন্ধ্যাচল-বিভাগ; মহর্ষিগণ সমুদয় আলোড়িত করিলেন। অন্যের দুঃখ-মোচন ও আত্ম-দীর্ঘ-জীবন কামনায় প্রোৎসাহিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সকল দ্রব্যই তাঁহাদের নিজ শরীরে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের যত্নের ফল ও যথেষ্ট ফলিয়াছিল। কি কায়-চিকিৎসা কি শল্য-চিকিৎসা—উভয় বিষয়েই তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। এই উন্নতি এক দিনের নহে,—এক সময়েরও নহে। মহর্ষিগণ যে কত শত বৎসর অনুসন্ধান করিয়া রত্নসকল সংগ্রহ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে? তাঁহারা কুথিত দুর্গন্ধ-ময় বীভৎসাকার মৃত শরীরের, কুচী দ্বারা ত্বকাদি উত্তোলন করিয়া, শিরা স্নায়ু প্রভৃতি দর্শন করিতেন।৹ অধিক কি কহিব মধুমেহের মূত্র পর্য্যন্তও আস্বাদ করিতেন।‡ কিন্তু প্রকৃত

* জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমিত্যাদ। চক্রদত্ত-কৃত-সংগ্রহঃ।

৹ সুশ্রুত শারীরস্থান ৫ম অধ্যায়ের শেষ দেখ।

‡ রসনেন্দ্রিয়-বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদি-রস-বিশেষাঃ। সুশ্রুতঃ সূত্রস্থানং ১০ম অধ্যায়ঃ।

কথা বলিতে হইলে সে উন্নতি কেবল উন্নতির সোপান-শ্রেণীর প্রথম সোপানমাত্র। এক্ষণকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদেরা প্রাচীন গ্রীকদিগের, আর্য্যদিগের এবং মধ্য সময়ের স্পর্শ-মণি-অনুসন্ধিৎসুদিগের (Alchemists) মূল সোপান অবলম্বন করিয়া সোপান-শ্রেণীর কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছেন!—অনুরাগ ও অধ্যবসায়ে কি না হয়?—যদি মহর্ষিগণের ন্যায় তদধস্তন আর্য্য-সন্তানেরা উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে আপনাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি আয়ুর্ব্বেদের এই অবস্থা থাকিত? বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারিত।

মহর্ষিগণ রোগসকলকে আপনাদিগের তপো-বিঘ্নকারী এবং ইতর জনগণের সংহারক প্রবল শত্রু মনে করিয়া তাঁহাদের পরাজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ অনায়াস-লভ্য মৃদুবীর্য্য বৃক্ষলতাদি দ্বারা রোগ শান্তির চেষ্টা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রোগ সকল যত প্রবল ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতে লাগিল, ততই তীক্ষ্ণবীর্য্য বিষাদি এবং খনিজ ধাতু ও উপধাতু সকলের প্রয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপে ঔষধ সকলের সংগ্রহ এবং রোগ সকলের লক্ষণানুসারে শ্রেণী-বিভাগ হইতে লাগিল। যখন মেধা ভারবহনে অসমর্থ হইলেন, তখনই বহুকালের আয়াসের ফল চিরস্থায়ী করিবার জন্য লিখন আরম্ভ হইল।

চরক ও সুশ্রুতই মহর্ষিগণের অপ্রতিম অধ্যবসায়ের ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল-যুগল। চরক ও সুশ্রুতই তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়। চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রীতিমত কোন চিকিৎসাগ্রন্থ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অথর্ব্ববেদের কোন কোন উপনিষদে * চিকিৎসা শাস্ত্রের দুই এক কথা আছে বটে কিন্তু তাহা চরকসুশ্রুতের পূর্ব্বের কি পরের তাহার নিশ্চয় নাই। উপনিষদের এবং চরক ও সুশ্রুতের ভাষা প্রায় একরূপই বোধ হয়। কিন্তু ভাষা দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্যনির্ণয় করা অতি কঠিন।

সুশ্রুতের সূত্র স্থানের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—স্বয়ম্ভু প্রজা-সৃষ্টির পূর্ব্বে অধ্যায়-সহস্রে বিভক্ত এবং লক্ষ-শ্লোকসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন †। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে, (ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করুন বা নাই করুন) যে, চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে বৈদিক ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল। হয়ত তাহা চরক ও সুশ্রুতের আবির্ভাবে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের চিকিৎসা-শাস্ত্রের—বাল্য, প্রৌঢ়, জরা, ও মরণ এই চারিটি অবস্থা কল্পনা করিব। বাল্যাবস্থা চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বাবস্থা, সে অবস্থার বিষয় আমরা কিছুই বলিব না। কারণ আমরা তাহার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহি, তাহার চিহ্নও কিছু প্রাপ্ত নহি। কেবল অনুমান করিয়াই এ অবস্থা কল্পনা করিতেছি মাত্র। যেহেতু চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চরম সীমা। তাহাদের পূর্ব্বে কিছু না থাকিলে একেবারেই কিছু চরক ও সুশ্রুত হয় নাই।

* গর্ভোপনিষদ্ ও শারীরোপনিষদ্।

† ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক-শত-সহস্র মধ্যায়-সহস্রঞ্চ কৃতবান স্বয়ম্ভুঃ।

চরক ও সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের প্রৌঢ়াবস্থা। চরক সুশ্রুতই আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাবস্থা। এই সময়েই আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ,—এখনই আয়ুর্ব্বেদ প্রৌঢ়, এখনই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যবসায়শালী, এখনই আয়ুর্ব্বেদ সজীব এবং এই সময়েই আর্য্যগণের চিরলালিত বৃক্ষের শুভ ফল ফলিয়াছিল।

চরক ও সুশ্রুতের পরেই—আয়ুর্ব্বেদের জরা অর্থাৎ অবনতির অবস্থা। এখন আয়ুর্ব্বেদ জীর্ণ, শীর্ণ, উৎসাহ-বিহীন এবং নির্জীব। এখন আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকল এবং অবসন্ন। এই সময়ে সুখাভিলাষী আর্য্যগণ কঠোর-ব্রতধারী পিতামহগণের পদবী পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের সঞ্চিত রত্ন সকল বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, অনায়াস-লব্ধ পিতৃধনের ন্যায় উপভোগ করিতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্বের অনুসন্ধান রহিত হইল। চরক ও সুশ্রুত হইতে সংকলিত গ্রন্থসকল বহির্গত হইতে লাগিল। প্রথম-সংকলিত গ্রন্থ বাগ্‌ভট-কৃত "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা"। এই সংহিতায়—চরক ও সুশ্রুতে যাহা আছে তদ্ব্যতীত নূতন কথা কিছুই নাই। ইহা কেবল উভয়ের সারসংগ্রহমাত্র। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় বৃদ্ধ বাগ্‌ভট নামে এক খানি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাহা এক্ষণে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় সেখানিও বাগ্‌ভটের গ্রন্থের ন্যায় সংকলিত গ্রন্থ মাত্র। বাগ্‌ভটের গ্রন্থের পর বহুতর গ্রন্থ সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল গ্রন্থও কেবল মূল গ্রন্থদ্বয়ের ছায়া মাত্র।

ইহার পর আয়ুর্ব্বেদের মরণ অর্থাৎ নির্জীব অবস্থা। এখন আয়ুর্ব্বেদ মৃত শরীরের ন্যায় স্পন্দ-রহিত, চেষ্টা-রহিত ও সংজ্ঞা-রহিত। আয়ুর্ব্বেদের এই অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে। এখন আয়ুর্ব্বেদ-সম্পর্কে কোন নূতন গ্রন্থ হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু আছে তাহাও করাল-কাল-গ্রাসে পতিত হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থাকে আয়ুর্ব্বেদের মৃত্যুর অবস্থা বৈ আর কি বলিব? আমাদের পিতামহগণ—প্রাচীন আর্য্যগণ—যে অমূল্য রত্ন সকল—বহুযত্নে, বহু কষ্টে, ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিয়া সঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু দিন পরে নাম-মাত্রাবশিষ্ট হইবে, ইহা মনে করিতে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।—এমন কি কেহ বংশধর, নাই যে তিনি পৈতৃক রত্ন সকল কালের মুখ হইতে কাড়িয়া লয়েন?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা এই অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের যে চারিটী অবস্থার রচনা করিলাম, পরে তাহা সবিস্তর বলিব। আয়ুর্ব্বেদ-সম্পর্কীয় যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, তৎসমুদয়ও বলিবার আশা রহিল। শ্রীবঃ—

মধুমক্ষিকাদংশন।

১

একদা মদন করিয়ে যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুম-রতন,
শয়ন রচিলা মনের মতন,
শয়ন-সন্তোষ লাভের তরে;
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন
হইল, দেখিলে জুড়ায় নয়ন,
সুরভি-নিকরে ভরিল ভুবন,
শুইলা মদন তাহার'পরে।

২

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন,
মুদিয়ে নয়ন রহিলা মদন;
কুসুমদল-তলে শোভিল বদন,
তারাপতি যথা তারার মাঝ।
ক্ষণকাল পরে আসব-আশায়,
মধুমাছি এক আসিল তথায়,
বসিল কুসুমে, সুখেতে যথায়
শয়িত আছেন মদনরাজ।

৩

ঘুমঘোরে কাম নড়িলা যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগ-ভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল;
অধীর হইয়ে বিষের জ্বালায়,
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়,
গাঁথিতেছিলেন মালতী-ফুল।

৪

"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিলা রতিরে
রতিনাথ "প্রাণ যায় যে,—অচিরে
ফেল ফুলমালা, চেয়ে দেখ ফিরে,
একি জ্বালা, উহু, হইল হায়!
কেন শুইলাম বিছাইয়ে ফুল?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,
বিষের জ্বালায় হয়েছি আকুল,
কি হবে—কি করি—প্রাণ যে যায়!"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়ে,
কহে কামে রতি-সমীপে আসিয়ে,—
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে
বিষভরা হুল তোমার পায়;
তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর?
ভাল, বল দেখি নারীর গোচর,
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।